ভোরের কাগজ

MAR 05 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৪ ...

জাতিসংঘের সদস্য হচ্ছে সুইজারল্যান্ড

দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে বজায় রাখা নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করে সুইজারল্যান্ড অবশেষে জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করতে যাচ্ছে। গত রোববার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে দেশব্যাপী ৫৫ শতাংশ ভোট পড়ে এবং ২৩টি রাজ্যের মধ্যে ১২টি রাজ্যের ভোটাররাই সিদ্ধান্তের পক্ষে মত দেন। সুইস সরকার একে দেশের জন্য একটি বিজয় হিসেবে উল্লেখ করেছে। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান সুইজারল্যান্ডের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এপি, রয়টার।

দেশের গণভোট অনুষ্ঠানের জটিল পদ্ধতি সত্ত্বেও ভোটার সংখ্যা এবং রাজ্যভিত্তিক উভয়ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পড়ে। ভোট গণনার পর দেখা যায়, মোট ১৪ লাখ ৮৪ হাজার ৮১৮ জন ভোটার এই সিদ্ধান্তের পক্ষে এবং ১২ লাখ ৩৬ হাজার ৬৭ জন ভোটার এর বিপক্ষে ভোট দেন। ২৩টি রাজ্যের মধ্যে ১২টি রাজ্যে এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট পড়ে। সুইজারল্যান্ড এতোদিন পর্যন্ত একজন পর্যবেক্ষক হিসেবে জাতিসংঘের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে দেশটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ জাতিসংঘের বেশ কয়েকটি বিশেষায়িত সংস্থার বড়ো দাতাদেশগুলোর একটি। এ ছাড়া দেশটি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে উপকরণগত সহায়তা দেওয়া ছাড়াও জাতিসংঘ আরোপিত নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে একমত পোষণ করে। এ ছাড়া জাতিসংঘের ইউরোপীয় প্রধান কার্যালয়টি জেনেভায় অবস্থিত।

সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেপ দিইসের মতে, এই নির্বাচনে যদি কোনো বিজয়ী পক্ষ থাকে তবে সেটা হলো তাদের দেশ। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে তারা দেশের মূল্যবোধ, ঐতিহ্য এবং কর্মদক্ষতাকে জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। তবে জাতিসংঘে সুইজারল্যান্ডের যোগ দেওয়ার বিরোধীরা বলছেন, এর ফলে দেশের নিরপেক্ষতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে এবং প্রত্যেক বছর অকারণে লাখ লাখ ডলার খরচ করতে হবে। সরকার অবশ্য বলছে, জাতিসংঘের জেনেভা অফিস চালু রাখার জন্য বছরে যে ১৮০ কোটি ডলার খরচ করতে হয়, জাতিসংঘের সদস্য হলে অনেক কম ৪ কোটি ২০ লাখ ডলার তাদের খরচ করতে হবে।